



266249 - কভিবে বরকত লাভ করা যায়?

প্রশ্ন

আমি যা কছির মালকি সম্পদ, পরবার-পরজিন ও আমার সত্তা ইত্যাদিতে কভিবে বরকত আসতে পারে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বরকত হচ্চে— আল্লাহর পক্ষ থেকে একটিনিয়োমত। চারটি বিষয়ের মাধ্যমে এটি লাভ করা যতে পারে ও ধরে রাখা যতে পারে:

প্রথম বিষয়:

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার মাধ্যমে। সটো হাছলি হয়— নরিদশেতি কর্মসমূহ পালন করা ও নষিদিধ কর্মসমূহ থেকে বরিত থাকার মাধ্যমে এবং ওয়াজবিসমূহ পালনে কোন কসুর ঘটলে কহিবা নষিদিধ কোন কছিতে লপ্তি হয়ে পড়লে অবলিম্বে তওবা-ইস্তগিফার করার মাধ্যমে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যদি গ্রামবাসীরা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও জমনিরে বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু, তারা (সত্যকে) অবশ্বাস করছে। তাই আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করছি।”[সূরা আ'রাফ, আয়াত: ৯৬]

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী নূহ আলাইহিস সালাম এর দাওয়াত সম্পর্কে বলেন: “আমি বলছি: তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ইস্তগিফার কর (ক্ষমা চাও), নশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন; ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তোমাদের শক্তিবৃদ্ধি করবেন এবং জন্য বাগ-বাগচা ও নদ-নদী বানিয়ে দবেন।”[সূরা নূহ, আয়াত: ১০-১১]

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী হূদ আলাইহিস সালামের দাওয়াত সম্পর্কে বলেন: “আর আদ জাতরি কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন মাবুদ নহে। তোমরা তো মথিযাবাদী ছাড়া আর কছি নও। হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর বনিমিয়ে তোমাদের কাছে কোন পারশ্রিমকি চাই না। আমার পারশ্রিমকি তো তাঁর কাছে যনি আমাকে সৃষ্টি করছেন। তবুও কিতোমরা বুঝবে না? আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ইস্তগিফার কর (ক্ষমা চাও), তারপর তওবা কর; তাহলে তিনি তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি



বর্ষণ করবনে এবং তোমাদেরকে আরও শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবনে। অতএব তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফরিয়ে নিও না।”[সূরা হূদ, আয়াত: ৫০-৫২]

আল্লাহ তাআলা আহলে কতিবদের সম্পর্কে বলেন: “তারা যদি তাওরাত ও ইনজীল এবং তাদের কাছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে যা নাযলি করা হয়েছে তা (কোরআন) সঠিকভাবে মনে চলত তাহলে তারা তাদের ওপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে খাদ্যের যোগান পতে।”[সূরা মায়দা, আয়াত: ৬৬]

তাকওয়াভিত্তিক যসেব কর্ম রযিকি টনে আনে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম হল: আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা; সম্পর্ক ছিন্ন না করা। আনাস বনি বনি মালকে (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলেন: “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তারা রুজিরাজগারে বরকত আসুক এবং মৃত্যুর পর তার সুনাম অটুট থাকুক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।”[সহিহ বুখারী (২০৬৭) ও সহিহ মুসলিম (২৫৫৭)]

অনুরূপভাবে মানুষের সাথে লেনদেনে হারাম কাজ বর্জন করা; যমেন জালিয়াত, সুদী কারবার ও অন্যান্য নষিদ্ধ কার্যাবলি।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আল্লাহ সুদকে নশিচহিণ করেন আর দানকে বর্ধতি করেন। আল্লাহ কোন পাপিষ্ঠ কাফরকে পছন্দ করেন না।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৬]

বিশিষ্ট তাফসিরকারক শাইখ মুহাম্মদ আল-আমীন আস-শানক্বতি (রহঃ) বলেন: আল্লাহর বাণী: “আল্লাহ সুদকে নশিচহিণ করেন” এ আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সুদকে সুদী কারবারকারীর হাত চূড়ান্তভাবে নশিচহিণ করবনে কথিবা তাকে তার সম্পদের বরকত থেকে বঞ্চিত করবনে; ফলে সে এ সম্পদ দিয়ে উপকৃত হতে পারবে না- যমেনটি বলছেন ইবনে কাছরি ও অন্যান্য আলমেগণ।”[আযওয়াউল বায়ান (১/২৭০) থেকে সমাপ্ত]

হাকীম বনি হযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “ক্রতো- বক্রিতোর ততক্ষণ স্বাধীনতা থাকবে; যতক্ষণ না তার বচ্ছিন্ন হয়। কথিবা বলছেন: যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বচ্ছিন্ন হয়। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে ও অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বক্রয়ে বরকত দয়া হবে। আর যদি দোষ গোপন করে ও মথিয়া বলে তবে তাদের ক্রয়-বক্রয়ে বরকত মুছে ফেলা হয়।”[সহিহ বুখারী (২০৭৯) ও সহিহ মুসলিম (১৫৩২)]

দ্বিতীয় বিষয়:

আল্লাহর নয়োমতেরে শুরয়ী বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও বরকত টনে আনে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “(স্মরণ কর) যখন তোমাদের প্রভু ঘোষণা করছিলেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ থাক তাহলে তোমাদেরকে আরো দবে, কিন্তু যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে (মনে রাখবে) অবশ্যই আমার শাস্তি বড় কঠোর।”[সূরা ইব্রাহীম, আয়াত: ৭]



কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়— অন্তররে মাধ্যমে, জহ্বার কথার মাধ্যমে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে কর্মরে মাধ্যমে।

অন্তররে কৃতজ্ঞতা হল: এ স্বীকৃতি দিয়ে যে, নয়োমতগুলো আল্লাহর নছিক অনুগ্রহ। বান্দার অন্তর অন্য কারো দিকে ধাবতি না হওয়া। যমেনটি ছিলি জাহলে যুগরে লোকদরে অবস্থা। তারা নয়োমতকে সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অন্যরে দিকে সম্বোধতি করত। আল্লাহ তাআলা তাদের সবে অবস্থা উল্লেখ করে বলেন: “তারা জানে যে, (এসব) আল্লাহর নয়োমত, তারপরও তারা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশই কাফরে (অস্বীকারকারী)।”[সূরা নামল, আয়াত: ৮৩]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: “তারা জানে যে, (এসব) আল্লাহর নয়োমত, তারপরও তারা অস্বীকার করে” অর্থাৎ তারা জানে যে, আল্লাহই তাদের উপর অনুকম্পাকারী, অনুগ্রহকারী। তা সত্তবেও তারা অস্বীকার করে। আল্লাহর সাথে অন্য সত্তার উপাসনা করে। সাহায্য ও রযিকিদানকে অন্যরে দিকে সম্বোধতি করে।[তাফসরি ইবনে কাছরি (৪/৫৯২) থেকে সমাপ্ত]

জহ্বার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা: এই নয়োমতগুলোকে সৃষ্টিকর্তার দিকে সম্বোধতি করা, তাঁর প্রশংসা করা, নজিরে কলা-কৌশল, বুদ্ধিমিত্তা ও শক্তি ইত্যাদি নিয়ে গর্ব না করা; কারণ এ সব গুণাবলি আল্লাহর নয়োমত।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গরে কর্মরে মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা: সটো হল কোন হারাম কাজে এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার না করার মাধ্যমে।

এ ধরণরে কৃতজ্ঞতার মধ্যে পড়বে—অন্যরে প্রতি অনুগ্রহ করা যতোবে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করছে। অন্যরে প্রতি অনুগ্রহ করা আল্লাহর অধিক অনুগ্রহ টেনে আনার কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অনুগ্রহরে প্রতিদিন অনুগ্রহ ছাড়া আর কী হতে পারে?”[সূরা আর-রহমান, আয়াত: ৬০]

তৃতীয় বিষয়:

এ সকল নয়োমত ভোগ করার সময় ইসলামী শষ্টিচার মনে চলা। যমেন- পানাহাররে সময়, ঘরে ঢুকার সময় বস্মিল্লাহ বলা।

জাবরি বনি আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেন তিনি বলেন: “কোন ব্যক্তি যখন নজি বাড়তি প্রবশেরে সময় ও আহাররে সময় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে; তখন শয়তান তার অনুচরদেরকে বলে, আজ না তোমরা এ ঘরে রাত্রি যাপন করতে পারবে, আর না খাবার পাবে। আর যখন সবে প্রবশেকালে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে না, তখন শয়তান বলে: তোমরা রাত্রি যাপন করার স্থান পলে। আর যখন আহার কালেও আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে না, তখন সবে তার চলোদেরকে বলে, তোমরা রাত্রি যাপন স্থল ও নশৈভোজ উভয়ই পয়ে গেলে।”[সহহি মুসলমি (২০১৮)]

অনুরূপভাবে সবাই একসাথে খাওয়া; আলাদা-আলাদাভাবে নয়। খাবার ও পানীয় ইত্যাদি পছনে অপচয় না করা। খরচ করতে হবে প্রয়োজন মাফিক; বেশিও নয়, কমও নয়।



আল্লাহ তাআলা বলেন: “আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মসিকীন ও মুসাফরিদেরকেও; আর মটেটেও অপব্যয় করো না। কারণ অপব্যয়কারীরা শয়তানরে ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। আর তোমার প্রভুর কাছ থেকে প্রত্যাশতি কোন অনুগ্রহরে অপেক্ষায় থাকাকালে যদি তাদের থেকে (কখনও) মুখ ফরিয়ে রাখ (আপাতত তাদেরকে কিছু দিতে না পার) তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। তোমার হাত গ্রীবায় আবদ্ধ রাখো না (একবোরবে ব্যয়কুন্ঠ হয়ো না) কথিবা তা পুরোপুরি প্রসারতি করো না (একবোরবে মুক্তহস্ত হয়ো না)। তাহলে তরিস্কৃত কথিবা নঃস্ব হয়ো পড়বে।”[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৬-২৯]

একজন মুসলমিরে উচতি তার নিজের সাথে, তার পরিবারের সাথে ও তার সম্পদেরে ক্ষতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে আদর্শ ও তনি তাঁর উম্মতকে য়ে সব শযিটাচার শযিয়ে গছেনে সগেলো অনুসরণে সচেষ্ট হওয়া। এ ক্ষতেরে সবচয়ে ভাল ও সহজলভ্য বই হচ্ছ- ইমাম নবীর লখিতি “রয়িদুস সালহীন”।

চতুর্থ বিষয়:

হাদসি বরণতি দোয়া-দরুদ ও যকিরি-আযকারেরে মাধ্যমে সুরক্ষা গ্রহণ করা। তাই একজন মুসলমি নয়মতি সকাল-সন্ধ্যার যকিরিগুলো পড়বনে, ঘুমাবার পূর্ববরে যকিরিগুলো পড়বনে এবং ইসলামী শরযিত আরও য়ে সকল যকিরিরে দকি-নরিদশেনা দয়িছে সগেলো পড়বনে। হাদসি বরণতি দোয়া-দরুদ ও যকিরি-আযকার জানার জন্য ভাল বই হচ্ছ- সাঈদ বনি আলী বনি ওয়াহফ আল-কাহতানীর লখিতি *حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة* (হসিনুল মুসলমি)।

সারকথা হল: একজন মুসলমি তাকওয়ার মাধ্যমে বরকত লাভ করনে; তাকওয়া হচ্ছ-নযিদিখ কার্যাবলি বর্জন করা এবং সাধ্যমত নরিদশেতি কার্যাবলি পালন করা। এবং বরকত লাভ করনে— তওবা ও ইস্তগিফারেরে মাধ্যমে এবং জীবনেরে সর্বক্ষতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে আদর্শ অনুসরণ করার মাধ্যমে।

আরও জানতে দেখুন: *أسباب البركة في حياة المسلم* (মুমনিরে জীবনে বরকত লাভের কারণসমূহ):

<http://www.alukah.net/sharia/0/44260/>

এবং বরকত লাভ সম্পর্কে:

<http://www.saaaid.net/Doat/yahia/118.htm>

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তনি যনে, আমাদরেকে ও আপনাকে বরকতেরে তাওফকি দনে এবং আমাদরে জন্য সটো অর্জন সহজ করে দনে।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।